গবেষণা-সন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

ভূমিকা: জয় গোস্বামী আধুনিক বাংলা কবিতার একজন অত্যন্ত জনপ্রিয় কবি। জনপ্রিয়তা শুধুমাত্র সফল সামাজিক জীবনালেখ্যের কবিতা রচনায় নয়। তিনি গভীর ভাবচেতনায়, আত্মমগ্নতায় বহুরৈখিক শিল্প-প্রকরণে বস্তু বিশ্ব, জগত-মহাজগত, মহাকালকে ছুঁয়েছেন কবিতায়। বিষয় ভাবনার অভিনবত্বের পাশাপাশি তিনি একজন আঙ্গিক সচেতন কবি। কবিতার আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা যারা করেছিলেন বা আজও করে চলেছেন জয় গোস্বামী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। একদিকে কবিতায় বিষয় অনুযায়ী ভাষা ব্যবহার, শব্দচয়ন, আঙ্গিক নির্মাণ অন্যদিকে পাঠকের দরবারে ভাব কোমল হয়ে প্রবেশ - আশ্চর্য এই সৃষ্টিশীলতা অবশ্যই দীর্ঘ গবেষণার দাবি রাখে। জয় গোস্বামী একজন সাধক কবি। বাংলা কবিতাবিশ্বে তার উত্থান সত্তরের দশকে। 'ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ' (১৯৭৭) তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য। কিন্তু এর আগে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় দু-আড়াইশো কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম কাব্য থেকে শুরু করে এখনো পর্যন্ত ৪৩টি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত। আনন্দ থেকে প্রকাশিত কবিতা সংগ্রহের খন্ড সংখ্যা- পাঁচ। কবি আজও লিখে চলেছেন। তাঁর প্রতিটি কাব্য বিষয় ও আঙ্গিক বৈচিত্র্যে অভিনব। কাব্যভুবনে তাঁর মতো বাঁক বদল খুব কমজনই করেছেন। তাঁর অনেক কাব্যই নিটোল প্রেমের কিন্তু সে প্রেম কেবল মিলন কিংবা বিরহের নয়। জীবনচেতনার স্পর্শে সামাজিক অবক্ষয়কে তুলে ধরে বাস্তবতার কথা শোনায় সে প্রেম। সমাজ, রাজনীতি, বহির্বিশ্ব, মহাবিশ্ব কোনো কিছুই তাঁর বোধকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। তাঁর যাপিত জীবন ও সমকালই তাঁর কবিতাকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। গভীর অধ্যয়ন ও সহৃদয় একান্ত পাঠে বারবার বিস্ময় জাগে। খুলে যায় নানাদিক। মুখ্যত কবির কাব্যশৈলী ভাবনার অন্বেষণ এবং তার ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই আমরা কবি জয় গোস্বামীর কবিতার (১৯৭৭-২০১৪) সামগ্রিক গবেষণালব্ধ পাঠ তুলে ধরতে চেষ্টা করব এই গবেষণা-সন্দর্ভে। দীর্ঘ পাঁচ দশক ধরে একের পর কাব্যের মাধ্যমে নতুন নতুন ছন্দ, অলংকার প্রয়োগে ভাষা ব্যবহারের নিপুণ শৈলীতে বাংলা

কবিতাকে সমৃদ্ধ করে চলেছেন। একটি কাব্য থেকে আরেকটি কাব্যের বিষয় ও শৈলীগত ভিন্নতাই কবি হিসেবে তাঁর দূরদর্শিতা, সম্ভাবনা, প্রতিভাকে চিহ্নিত করে। গল্প, উপন্যাসেও তিনি নিজস্বতার ছাপ রেখেছেন কিন্তু তাঁর প্রধান পরিচয় তিনি কবি। 'ক্রীসমাস ও শীতের সনেটগুচ্ছ' (১৯৭৭) থেকে 'প্রায় শস্য' (২০১৪) কাব্য পর্যন্ত এক দীর্ঘ সময়-পর্ব ধরে তাঁর কাব্যজীবনকে খুঁজে দেখে কবিতার শৈলীগত অন্বেষণ আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভের বিষয়। একদিকে ভাষার নানা উপাদান ধরে কাব্য বিশিষ্টতাকে তুলে ধরতে সচেষ্ট আমরা অন্যদিকে কবিতার নান্দনিক অভিঘাতকে ছন্দ, অলংকার, লেখতত্ত্বের মাধ্যমে বিচার-বিশ্লেষণে আমরা তুলে ধরতে চেয়েছি কবির নিজস্ব শিল্প-শৈলীগত পথকে। এক্ষেত্রে আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভের অধ্যায় বিভাজনটিকে দেখে নিতে হয়।

গবেষণা-সন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস: আমাদের মূল গবেষণা-সন্দর্ভটিকে নিম্নোক্ত অধ্যায়ে বিভাজন করে প্রস্তুত করেছি।

সূচিপত্র:

ভূমিকা:

প্রথম অধ্যায়: জয় গোস্বামীর কবিতার বিষয়বৈচিত্র্য

ক) আত্মমগ্ন কবিতার স্বরূপ

খ) প্রেম-নারী সম্পর্কের স্বরূপ উদঘাটন

গ) দেশ-কাল-রাজনীতি, বিপন্নতাবোধ ও প্রতিবাদ

ঘ) বাস্তব সমাজ ও জীবনের টানাপোড়েন

ঙ) নামী-অনামী ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগতস্তরে কবিতার অনুষঙ্গ

দ্বিতীয় অধ্যায়: শৈলীবিজ্ঞান ও কবিতার শৈলী

ক) শৈলীবিজ্ঞান: সংজ্ঞা ও স্বরূপ

খ) কবিতার শৈলী

গ) বিশ শতকের বাংলা কবিতার শৈলী

তৃতীয় অধ্যায়: জয় গোস্বামীর কবিতার ভাষাতাত্ত্বিক শৈলীবিচার

ক) ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ

খ) রূপতাত্ত্বিক এবং শব্দ ও শব্দার্থগত প্রসঙ্গ

গ) আন্বয়িক প্রসঙ্গ

চতুর্থ অধ্যায়: জয় গোস্বামীর কবিতার নন্দনতাত্ত্বিক শৈলীবিচার

ক) জয় গোস্বামীর কবিতায় চিত্রকল্প ও প্রতীক ভাবনা

খ) জয় গোস্বামীর কবিতায় ছন্দ ও অলংকার

গ) লেখতত্ত্ব

পঞ্চম অধ্যায়: আধুনিক বাংলা কবিতায় জয় গোস্বামীর অবস্থান

উপসংহার:

গ্রন্থপঞ্জি:

নির্ঘণ্ট:

প্রথম অধ্যায়: জয় গোস্বামীর কবিতার বিষয়বস্তু:- জয় গোস্বামীর কবিতার শৈলীবিচার করতে গিয়ে আমাদের কবিতার বিষয়বস্তুর ওপর আলোকপাত করা জরুরি মনে হয়েছে। কবিতার বিষয়ের সঙ্গে শৈলীর গভীর সম্পর্ক রয়েছে। জয় গোস্বামী প্রতিটি কাব্যেই বিষয় হিসেবে আলাদা চিন্তা-চেতনাকে তুলে ধরেছেন। জীবনের সঙ্গে কবিতার সম্পর্ক গড়ে উঠতে দেখি। বিষয় অনুসারে কাব্যের শৈলীগত পরিবর্তনও লক্ষ করা যায়। আমরা বিশেষ কয়েকটি বিষয়কে শনাক্ত করেছি যা জয় গোস্বামীর ভাষা-শৈলীগত পরিচয়কে সুদৃঢ় করতে সাহায্য করেছে। আত্মমগ্ন কবিতার স্বরূপ, প্রেম-নারী সম্পর্কের স্বরূপ উদঘাটন, দেশ-কাল-রাজনীতি, বিপন্নতাবোধ ও প্রতিবাদ, বাস্তব সমাজ ও জীবনের টানাপোড়েন, নামী-অনামী ব্যক্তি এবং ব্যক্তিগতস্তরে কবিতার অনুষঙ্গ -এই বিশেষ দিকগুলোকে ধরে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হচ্ছে। জয় গোস্বামীর কবিতার

ক্ষেত্রে আমরা ভেতর ও বাহির, জগত ও মহাজগত, ব্যক্তি ও ব্যষ্টি এই দ্বন্দ্বগুলোকে খুঁজে পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়: শৈলীবিজ্ঞান ও কবিতার শৈলী:- গবেষণা সন্দর্ভের এই অধ্যায়ে আমরা শৈলীবিজ্ঞানের সাধারণ তত্ত্বভিত্তিক আলোচনাকে রেখেছি। জয় গোস্বামীর কবিতার শৈলীবিচার করতে গিয়ে আমাদের শৈলীতত্ত্বের আলোচনা করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে আমরা শৈলীবিজ্ঞান: সংজ্ঞা ও স্বরূপ, কবিতার শৈলী, বিশ শতকের বাংলা কবিতার শৈলী এই কয়েকটি বিশেষ অংশে অধ্যায়টিকে সাজিয়ে আলোচনা করছি। এখানে শৈলী, শৈলীবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও স্বরূপ আলোচনা করা হচ্ছে। এরপর কবিতার শৈলী নিয়ে নানারকম তত্ত্বভিত্তিক আলোচনা রাখা হয়েছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শৈলীকে সামনে রেখে কবিতার শৈলীনির্ভর বিচার-বিশ্লেষণের বিভিন্ন উপাদানকে ও বিষয়কে তুলে ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে। জয় গোস্বামীর কবিতা রচনার সময়কালকে ধরতে গিয়ে বিশ শতকের বাংলা কবিতাকে শৈলীগত দিক থেকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশ শতকের বাংলা কবিতার শৈলীগত ভিন্নতাকে সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়: জয় গোস্বামীর কবিতার ভাষাতাত্ত্বিক শৈলীবিচার:- গবেষণা-সন্দর্ভের এই অধ্যায়ে আমরা জয় গোস্বামীর কবিতার ভাষাতাত্ত্বিক শৈলীবিচারকে রেখেছি। এক্ষেত্রে ভাষার শৈলীগত নানাবিধ উপাদানকে ধরে অধ্যায়টি সাজানো হয়েছে। এখানে ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রসঙ্গ, রূপতাত্ত্বিক এবং শব্দ ও শব্দার্থগত প্রসঙ্গ, আন্বয়িক প্রসঙ্গকে রাখা হয়েছে। ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে ধন্যাত্মক শব্দ, শব্দদ্বৈত, ধ্বনিল মিল-অমিল, বিশেষ ধ্বনির ব্যবহারকে দেখানো হয়েছে। রূপতাত্ত্বিক এবং শব্দ ও শব্দার্থগত প্রসঙ্গের ক্ষেত্রে জয় গোস্বামীর কবিতায় সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়াপদ, প্রতিনির্দেশক, শব্দভাণ্ডার, সমাসবদ্ধপদের ব্যবহারকে দেখানো হয়েছে। আবার আন্বয়িক প্রসঙ্গে আমরা আন্বয়িক সংবর্তন, বিচ্যুতি, প্রমুখন, সমান্তরালতা, সংসক্তি, বিপ্রতীপতার মতো শৈলীগত বিষয়ককে ধরে জয় গোস্বামীর কবিতার ভাষাশৈলীকে বিচার-বিশ্লেষণ করেছি।

চতুর্থ অধ্যায়: জয় গোস্বামীর কবিতার নন্দনতাত্ত্বিক শৈলীবিচার:- গবেষণা-সন্দর্ভের এই অধ্যায়ে আমরা জয় গোস্বামীর কবিতার নন্দনতাত্ত্বিক শৈলীবিচারকে তুলে ধরতে সচেষ্ট।

কবিতার শৈলীগত আলোচনায় একদিকে ভাষার দিক যেমন থাকে তেমনই থাকে নন্দনতত্ত্বের দিক। এই অধ্যায়ে কবিতার নন্দনতত্ত্বের দিকগুলোর মধ্যে আমরা চিত্রকল্প ও প্রতীক, ছন্দ ও অলংকার, লেখতত্ত্বকে ধরে আলোচনা করতে চেয়েছি। জয় গোস্বামী তাঁর প্রতিটি কাব্যেই নিত্যনতুন ছন্দের ব্যবহার করেছেন। অলংকারের ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করি উপমা, সমাসোক্তি, রূপকের যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহারকে। চিত্রকল্প ও প্রতীকের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিনির্ভরতায় দৃশ্যের সৃষ্টি, বচেতন মনের প্রকাশ লক্ষ করা যায়। প্রাণী, বস্তু, উদ্ভিদ সমেত নানাবিধ প্রতীকে জয় গোস্বামীর কবিতার মনকে চিহ্নিত করা যায়। লেখতত্ত্ব কবিতার নন্দনতাত্ত্বিক শৈলীবিচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কবিতায় যতিচিহ্নের ব্যবহার, কবিতার আকার, আয়তন, অক্ষরশয্যা সহ একাধিক বিষয় জুড়ে থাকে। জয় গোস্বামীর কবিতায় এই লেখতত্ত্বের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আমরা সার্বিকভাবে কবিতার নন্দনতাত্ত্বিক শৈলীবিচারে এই সমস্ত দিকে বিচার-বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছি।

পঞ্চম অধ্যায়: আধুনিক বাংলা কবিতায় জয় গোস্বামীর অবস্থান:- গবেষণা-সন্দর্ভের পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা মূলত আধুনিক বাংলা কবিতার মূল বিশিষ্টতাগুলোকে তুলে ধরে পর্ব-পর্বান্তরে কবিতার যাত্রাকে চিহ্নিত করে জয় গোস্বামীর কবিতার অবস্থানকে বুঝতে চেষ্টা করেছি। যে-কোনো কবির সমগ্র কাব্যজীবনকে বিচার-বিশ্লেষণ করতে গেলে তাঁর পূর্ববর্তী এবং সমমসাময়িক কবিতার ধারাকে বুঝতে হয়। এক্ষেত্রে আমরা আধুনিক বাংলা কবিতার শৈলীগত ধারাকে তুলে ধরে জয় গোস্বামীর কবিতার শৈলীগত ভিন্নতাকে চিহ্নিত করতে সচেষ্ট হয়েছি। বিশ শতকের তিরিশের দশকের কল্লোল, কালিকলম, প্রগতি পত্রিকাকেন্দ্রিক কবিতার বলয়, চল্লিশের দশকের রাজনৈতিক চেতনা সহ উত্তর-আধুনিক বাংলা কবিতা, হাংরি-শ্রুতি কবিতা, পত্রপত্রিকাকেন্দ্রিক কাব্য-আন্দোলন এরকম অসংখ্য দিকের পরিচয় বিশিষ্টতায় কবিতার শৈলীগত দিকের অন্বেষণ করা হয়েছে। একবিংশ শতকের দুই দশক পর্যন্ত বাংলা কবিতার শৈলীগত প্রকৃতি ও প্রবণতার একটি সাধারণ রূপরেখাকে তুলে ধরে জয় গোস্বামী কবিতার ভাষা-শৈলীগত বিশিষ্টতায় তাঁর অবস্থানকে খুঁজে দেখবার চেষ্টা রয়েছে। কবিতার বিষয় এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

উপসংহার:- সন্দর্ভপত্রের উপসংহার অংশে এসে আমরা আমাদের যাবতীয় গবেষণায় বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে উঠে আসা তথ্য ও তত্ত্বের নির্যাসকে তুলে ধরতে সচেষ্ট হয়েছি। জয় গোস্বামীর কবিতার বিষয়নির্ভর ভাষা ব্যবহারকে কেন্দ্র করে ভাষা ও শৈলীগত নানাবিধ উপাদানকে তুলে ধরে আমরা বিশেষ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে পেয়েছি। প্রেম, প্রতিবাদ, রাজনৈতিক চেতনা, সমাজ-বাস্তবতায় কবিতার ভাষার ভিন্নতা লক্ষ করা গেছে। শব্দ ব্যবহারে অর্থের জগতকে চিহ্নিত করার কৌশলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। সমান্তরালতায় একই ভাষা, শব্দ এবং চিন্তা-চেতনার দিকে পাঠককে টেনে নেওয়া কিংবা প্রমুখনের মাধ্যমে চকিত চমক সৃষ্টি এরকম অসংখ্য শৈলীগত বিশিষ্টতাকে তুলে ধরা হয়েছে। আধুনিক বাংলা কবিতায় জয় গোস্বামীর অবস্থানও স্পষ্ট করা গেছে। উপসংহার অংশে এই দিকের ওপরেই আলোকপাত করা হয়েছে।